উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে পূর্বঘোষিত সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে আন্দোলনকারীরা ধর্মঘটের অংশ হিসেবে সকাল ৮টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। এর পর বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো প্রশাসনিক ভবন ও নতুন প্রশাসনিক ভবন

অবরোধ করে রাখেন।

এ সময় কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ভবনে প্রবেশ করতে পারেননি। অবরোধের কারণে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামও প্রশাসনিক ভবনে আসেননি। ফলে থেমে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশাসনিক কার্যক্রম। তবে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষা ধর্মঘটের বাইরে ছিল। এর আগে মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশমাইল এলাকায় পরিবহনের গাড়ি অবরোধ করতে যান। এ সময় পরিবহনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক আলী আজম তালুকদার ও প্রক্টরিয়াল বডির সঙ্গে তাদের বাগবিত-া হয়। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বাস চলাচল বন্ধ থাকে।

ধর্মঘট কর্মসূচিতে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক তারেক রেজা বলেন, উপাচার্যকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পরও তিনি পদত্যাগ করেননি। এ জন্য আমরা সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করছি। এ দুর্নীতিবাজ উপাচার্যকে অপসারণ করতে যে ধরনের কর্মসূচি দেওয়া লাগে আমরা দেব। দুর্নীতিবাজ উপাচার্যকে অপসারণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কমুক্ত করা হবে।

জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা উপাচার্যকে অপসারণের জন্য দুদিনব্যাপী সার্বত্মক ধর্মঘট পালন করছি। উপাচার্য পদত্যাগ না করলে সামনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। দুদিনের অবরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকালও (আজ বুধবার) সর্বাত্মক ধর্মঘট কর্মসূচি চলবে।

এদিকে আন্দোলনের প্রতিবাদে উপাচার্যপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ' মানববন্ধন করেছে। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার পাদদেশে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হলে গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়Ñ উপাচার্যের মধ্যস্থতায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে ২ কোটি টাকা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। এর পর উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে আন্দোলনে নামেন 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনার মধ্যেই টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী ও শাখা ছাত্রলীগের দুই নেতার ফোনালাপের অডিও ফাঁস হয়। যেখানে শাখা ছাত্রলীগের নেতারা উপাচার্যের মধ্যস্ততায় টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। এ ছাড়া উপাচার্যের ছেলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কমিশনের বাণিজ্য করেছেন এমন তথ্যও চলে আসে ফোনালাপে। পরে মিডিয়ার সামনে শাখা ছাত্রলীগের দুই নেতা উপাচার্যের মাধ্যমে টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করেন।